১০ই ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষনা পত্রের ৫৪তম বাৎসরিক সভায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত 'ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউমান রাইটস' - এর ৫৪ তম বাৎসরিক সভায় আপনাদের সম্বোধন করতে পেরে আমি ধন্য। ১৯৪৮ সালে রচিত এই ডিক্লারেশন বা ঘোষনাপত্র বিশ্বের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ 'মাইলস্টোন'। মানুষের কিছু প্রাথমিক সংশ্লিষ্ট বিষয় এই নথির অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তি মর্যাদা প্রতিটি মানব পরিবারের কাম্য। মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র এক নতুন বিশ্বের আগমনবার্তার প্রতিশ্রুতি, যে বিশ্বে মানুষ উপভোগ করে বাক্‌স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ভয় ও অভাবের হাত থেকে স্বাধীনতা। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে অতীতে মানবাধিকারের মৌলিক মতবাদ লঙ্ঘন মানুষের প্রতি মানুষের বর্বর সুলভ আচরণের এবং এক দেশের মানুষের অপর দেশের মানুষের উপর নির্লজ্জ আক্রমণের জন্ম দিয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম অংশে সাম্রাজ্যবাদ, অধীনতা এবং মানবাধিকার অস্বীকার করার বিরুদ্ধে যে মহা জাগরণ ঘটেছিল তারই পরিনতি হল কিছু দেশের মুক্তি সংগ্রামে জয়লাভ। বিশ্বে শান্তি স্থাপনে আইনের দ্বারা মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজনের উপর জোর দেয় এই ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্রের আদর্শ এবং নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন দেশ অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছে মৌলিক মানবাধিকারগুলিকে শক্তিশালী ও উন্নত করে তুলতে।

মানবাধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিক সভ্য সমাজের উদ্ভবে এবং কোন গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সেখানে নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার গণতান্ত্রিক সমাজের সুস্থ উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক। মানবাধিকারের সঠিক ভিত্তি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত অধিকারগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই ব্যাপারে সুষ্ঠ সমাধানের পথ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। সামাজিক বৈষম্যের সরাসরি বিরোধিতা করা সত্ত্বেও নাগরিক অধিকার খুব সামান্যই উদ্দেশ্যসাধন করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চাকরির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সঠিক চিকিৎসার অধিকার, শিশুদের সঠিক নিরাপত্তার অধিকার, বার্ধক্য ভাতার অধিকার এবং সামাজিক

নন্দন প্রেক্ষাগৃহে ভাষণরত পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

নিরাপত্তা স্তরের আগাগোড়া সমস্ত অধিকার উপভোগ করার সপক্ষে আমরা নিয়মিত বলে চলেছি। সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক অসাম্য এবং ধর্মীয় মৌলবাদী মনোভাব সর্বদাই মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে আমাদের পরিচালন উদ্দীপক হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং আমাদের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীনতা, জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের আশ্বাস দেওয়াকালীন আমাদের সংবিধান সরকারের উপর আইনত বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করে যাতে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বজায় রাখা যায়। আমাদের দেশে সংবিধানে লিপিবদ্ধ এইসব মৌলিক অধিকারগুলিকে তুলে ধরতে সুপ্রতিষ্ঠিত বিচার-ব্যবস্থা রয়েছে।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল গণতান্ত্রিক আন্দোলন। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগামীরা কোনরূপ ভয়-ভীতি ছাড়াই তাদের বিশ্বাস এবং ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করার অধিকার ভোগ করে। একই সঙ্গে এই ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে হিংসা পরিহার করা সমান প্রয়োজনীয় এবং পুলিশেরও এই ধরনের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে হিংসার আশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়। শুধুমাত্র যদি অন্যান্য সকল উপায় ব্যর্থ হয় তবেই বলপ্রয়োগ করা যেতে পারে।

বছর কয়েক ধরে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে নাশকতামূলক অপরাধকর্ম পরিচালনাকারী বিভিন্ন দলের সৃষ্ট সংগঠিত সন্ত্রাসবাদের ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত। যে সকল বিরুদ্ধ শক্তির গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি ও মূল্যবোধের উপর শ্রদ্ধা নেই, তারা নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার, তাদের অবাধে হত্যা এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা অর্থ আদায় সহ সকল প্রকার অনৈতিক কার্যকলাপ চালায়। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে মোকাবিলার সময় হাজারো প্ররোচনা সত্ত্বেও আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীকে বিশাল চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। হঠাৎ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রায়শই অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় কারণ তৎক্ষনাৎ প্রত্যাঘাত অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিরীহ মানুষকে আঘাত করে। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে পর্যালোচনার সময় এই সকল তথ্যকে মাথায় রাখতে হবে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল হেফাজতে ঘটা অপরাধ। কিন্তু মানবাধিকার রক্ষার্থে এবং পুলিশ ও জনগনের মধ্যে সঠিক ও স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে আমরা দায়বদ্ধ। অভিযোগে বর্ণিত হেফাজতে ঘটা অপরাধের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে অবিলম্বে অনুসন্ধান শুরু করা হয় এবং প্রয়োজনে সম্পর্কিত পদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গ্রেফতারি, হাজত-বাস এবং আদালতে অভিযুক্তদের পেশ সংক্রান্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যসূচীর মাধ্যমে সংশোধনাগারগুলির পুলিশবৃন্দ ও অধিকারিকদের সচেতনতা বাড়ানোর উপর আমরা জোর দিয়েছি। যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে হেফাজত স্থান পরিদর্শন, রাজনৈতিক বন্দীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষার বন্দোবস্ত ও এই ধরনের পরীক্ষার সঠিক নথি সংরক্ষণ এবং গ্রেফতারি ও আটক রাখার স্থান সম্পর্কে অভিযুক্তের আত্মীয়স্বজনকে সংবাদ জ্ঞাপন। জাতীয় কমিশনের নির্দেশে কারা নির্দেশিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন ঘটানো হচ্ছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপদেশ অনুসরণ করে আমরা পুলিস বা আদালতের হেফাজতে ঘটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ময়না তদন্তের ভিডিও ছবি তোলার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। যেহেতু কেবল নির্দেশপত্রই যথেষ্ট নয়, তাই সময়ে

(চতুর্থ পাতার ১ম কলমে)